

ভূমিকা

الحمد لله الذي لا اله الا هو وحده لا شريك له ولا ند له ولا ضد له
ولا نظير له ولا شبيه له ولا كفل له ولا كفيح له والصلاة والسلام
على سيدنا ونبينا وحبينا وحبیب ربنا وطيب قلوبنا محمد صلى
الله تعالى عليه وسلم واله واصحابه اجمعين .

শয়তান মানুষের প্রকাশ্য দুষমন। মানুষকে কুফরিতে লিপ্ত করে জাহান্নামী বানানোই তার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। তাই সে যখন কোন মানুষের কাছে যায়, তখন তার প্রথম উদ্দেশ্য থাকে মানুষটির ঈমান কেড়ে নেয়া। এ ষড়যন্ত্রে ব্যর্থ হলে সে লোকটিকে নেক আমল বিমুখ করতে সচেষ্ট হয়। যদি তাও করতে না পারে, তাহলে ব্যক্তির কৃত নেক আমলগুলো কিভাবে বাতিল করা যায়, সে ঐ চেষ্টায় রত থাকে। আর নেক আমল বাতিল করার অন্যতম নিকৃষ্ট পন্থা হলো— বিদ'আতে লিপ্ত করা।

বিদ'আত-সুন্নাতের বিপরীত। এটি স্বীনের মাঝে নতুন সংযোজন বা বিয়োজনের আরবী পরিভাষা। একজন মুসলিম তার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রাসূল (সা.) কে কদমে-কদমে, পায়ে-পায়ে হুবহু অনুসরণ করবে এটাই স্বীনের একান্ত দাবী। কিন্তু বিদ'আত এতে ব্যত্যয় ঘটায়। বিদ'আতে জড়িত ব্যক্তির সুন্নাতের স্বাদ নষ্ট হয়ে যায়। রাসূল (সা.)কে হুবহু অনুসরণে সে তৃপ্তি পায় না। বরং সুন্নাহ বিবর্জিত আমলে সে আলাদা একটা মজা অনুভব করে।

বিদ'আত যে একটি অপরাধ, তা নিয়ে কোন মুসলমানই দ্বিমত করে না। এজন্যই তো চরম বিদ'আতী ব্যক্তিও নিজেকে বিদ'আতী স্বীকার করতে চায় না। তবে স্বীকার করুক বা না করুক, কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা যে আমলটি প্রমাণিত হবে না, তা-ই বিদ'আত হিসেবে সাব্যস্ত হবে। আর এমন বিদ'আতী আমল যতই সুন্দর ও আকর্ষণীয় হোক না কেন, তা শরীয়াতের কাছে নেক আমল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়।

শয়তান মানবিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে মানুষকে বিদ'আতে লিপ্ত করে ছাড়ে। অনেকে বুঝেও উঠতে পারেন না যে, তারা দিব্যি বিদ'আত করে চলছেন। ইলমের কমতি, সহীহ দলীল তালাশে শিথিলতা এবং আলেম-ওলামা ও পীর-বুয়ুর্গগণের প্রতি প্রশ্নাতীত ভক্তি প্রদর্শন সমাজে বিদ'আত চলমান রাখতে রসদ যোগাচ্ছে। আর এ বিদ'আত এক পর্যায়ে ব্যক্তিকে শিরকের দিকে ধাবিত করে।

তাই কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা সাব্যস্ত নয়, এমন আমলসমূহ পরিহার করা আবশ্যিক। সঠিক আমল কম হলেও তা নাজাতের জন্য যথেষ্ট হতে পারে।

অতএব, শিরক মুক্ত ঈমান ও বিদ'আত মুক্ত নেক আমলই হোক আমাদের একমাত্র পাথর।

সময় ও যোগাতার সীমাবদ্ধতার কারণে বইটিতে ভুলত্রুটি থাকা অন্বাভাবিক নয়। সকল ভুলের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। পাঠকের কাছে সবিনয় অনুরোধ করছি, যে কোন প্রকার ভুল-ত্রুটি চোখে পড়লে নিঃসকোচে আমাকে জানানোর জন্য, তাঁর এ সঙ্কল্প উপকার কৃতজ্ঞ চিন্তে স্বরণ করবো এবং তাঁর জন্য দু'আ করবো। সংশোধন করে নব পরবর্তী সংস্করণে।

আল্লাহ তা'আলার কাছে উত্তম প্রতিদানের জন্য দু'আ করছি তাঁদের জন্য যারা এই বইটি লিখতে আমাকে উৎসাহ যুগিয়েছেন। বিশেষ করে আমার শ্রদ্ধেয় ওস্তাজ শায়খুল হাদীস আল্লামা ফজলুল করীম হাফিজুল্লাহুল্লাহ, বইয়ের প্রকাশক আহসান পাবলিকেশনের স্বত্বাধিকারী মুহাম্মদ গোলাম হরওয়ার ও আমার জীবন সঙ্গীনের জন্য।

মহান আল্লাহ তা'আলার দরবারে মিনতিভরে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন দয়া করে আমার এ ক্ষুদ্র বইটিকে আমার ও আমার পরিবারের সকলের নাজাতের উসীলা হিসেবে কবুল করেন। আমীন।

বিনীত

মোঃ আবুল কালাম আজাদ (বাশার)

সূচীপত্র

- ❖ বিদ'আতের পরিচয় ॥ ০৭
- ❖ বিদ'আতের প্রকারভেদ ॥ ০৯
- ❖ বিদ'আতে 'ইতিক্বাদিয়্যাহ' এর পরিচয় ॥ ১০
- ❖ বিদ'আতে আমালিয়্যাহ' এর পরিচয় ॥ ১২
- ❖ বিদ'আতের পরিণতি ॥ ১৮
- ❖ বিদ'আত প্রতিষ্ঠিত হয় কেন? ॥ ২৬
- ❖ বিদ'আতের প্রচলনকারী কারা? ॥ ৩৩
- ❖ বিদ'আত তৈরীকারী ও বিদ'আত আমলকারী দুইজন কি একই স্তরের? ॥ ৩৪
- ❖ বিদ'আত ও খেলাফে সুন্নাতের মাঝে পার্থক্য ॥ ৩৬
- ❖ প্রচলিত বিদ'আতসমূহ ॥ ৩৭
 ১. আযান ও ইকামাতের শুরুতে দরুদ ও সালাম পড়া ॥ ৩৭
 ২. মাথা ন্যাড়া করাকে উত্তম আমল মনে করা ॥ ৩৮
 ৩. নামাজে দাঁড়িয়ে মুসাপ্রার দু'আ... ইন্নি ওয়াজ্জাহতু..... পড়া ॥ ৩৯
 ৪. নামাজের শুরুতে নাওয়াইতু আন... এভাবে নিয়্যাত পড়াকে সুন্নাত মনে করা ॥ ৪০
 ৫. নবীগণ (আ.) থেকে ছোট-খাটো যে কোন প্রকারের জুল-ত্রটি সংঘটিত হওয়াকে নব্যুয়্যাতের শানের খেলাফ মনে করা ॥ ৪০
 ৬. আযানের জবাবে 'আশহাদু অল্লা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' এর স্থলে দরুদ পড়া ॥ ৪৩
 ৭. 'আল্লাহর ওলীগণ মরেন না' এ জাতীয় কথা বিশ্বাস করা ॥ ৪৪
 ৮. কালেমা তাইয়্যোবা পড়ার পর দরুদ শরীফ পড়া ॥ ৪৫
 ৯. তাশাহাহদের বৈঠকে দুই উরুর উপর দুই হাতের আঙ্গুলগুলো ছড়িয়ে রাখা ॥ ৪৫
 ১০. শুধু 'ইল্লাল্লাহ' যিক্র করা ॥ ৪৮
 ১১. ফরজ নামাজের পর 'সন্মিলিতভাবে' হাত তুলে মুনাজাত করাকে জরুরী মনে করা ॥ ৪৯
 ১২. নামাজে দাঁড়ানো অবস্থায় ডান পায়ে বৃদ্ধাঙ্গুল নড়াচড়া করা যাবে না মনে করা ॥ ৫১

১৩. আযানের শেষে হাত তুলে দু'আয়ে অসীলাহ পাঠ করা ॥ ৫১
১৪. 'আশহাদু আল্লা মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' শুনে আঙ্গুলে চুমু খাওয়া ॥ ৫১
১৫. মি'রাজের রাতে বিশেষ কোন নফল ইবাদাত করা ॥ ৫৩
১৬. ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উদযাপন করা ॥ ৫৪
১৭. মাযহাব মানাকে সবার জন্য ফরজ মনে করা ॥ ৬০
১৮. মাযহাব মানাকে সকলের জন্য অপ্রয়োজনীয় মনে করা ॥ ৬১
১৯. 'নারায়ে রিসালাত' বাকের উত্তরে 'ইয়া রাসূলুল্লাহ' বলে ধ্বনি দেয়া ॥ ৬২
২০. টঙ্গী বিশ্ব ইজতিমা মাঠে শুধু জুমু'আর নামায পড়ার জন্য গমন করা ॥ ৬৩
২১. আকীকাকে কুরবানীর সাথে একত্রিত করা ॥ ৬৩
২২. কদমবুচি করাকে সুন্নাত মনে করা ॥ ৬৪
২৩. মৃত ব্যক্তির জন্য ৩/৪ দিনে বা ৪০ দিনে বিশেষ দু'আর আয়োজন করা ॥ ৬৫
২৪. কুলুখ নিয়ে ৪০ কদম হাঁটাইটি করা ॥ ৬৫
২৫. জানাযার নামাজের পর পর হাত তুলে দু'আ-মুনাজাত করা ॥ ৬৬
২৬. ফজরের নামাজের পর সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত সম্বন্ধে তিলাওয়াত করা ॥ ৭৪
২৭. মিলাদ অনুষ্ঠানে 'কিয়াম' করাকে সাওয়াবের কাজ মনে করা ॥ ৭৪
২৮. বসে বসে নফল নামাজ পড়াকে উত্তম মনে করা ॥ ৭৭
২৯. তারাবীহ নামাজে চার রাকা'আত পর পর বিশেষ দু'আ পড়া
ও মুনাজাত করাকে সুন্নাত মনে করা ॥ ৭৮
৩০. কোন মানুষকে 'গাউসুল আজম' মনে করা ॥ ৭৯
৩১. কবরকে মাজার বা রওজা বলা ॥ ৮১
৩২. হাজ্জের এক সফরে একাধিক ওমরাহ করাকে সুন্নাত মনে করা ॥ ৮৬
৩৩. পোশাকের ক্ষেত্রে বিশেষ কোন কাটিংয়ের জামা, পাজামা, জুব্বা
ও টুপিকে সুন্নাত মনে করা ॥ ৮৮
৩৪. ফরজ নামাজের জামায়াত চলাকালে সুন্নাত নামাজের নিয়্যাত করা ॥ ৯০
৩৫. 'রাসূল (সা.) মৃত্যুবরণ করেননি' এই আকীদা পোষণ করা ॥ ৯৩
৩৬. সকল নেক আমলের "ঈসালে সাওয়াব" করা ॥ ৯৯
৩৭. যিক্র-আযকার ও ইসলামী গজলে বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা ॥ ১০৩
৩৮. রাষ্ট্রীয় জীবনে দ্বীন কায়েমের আবশ্যিকতা অস্বীকার করা ॥ ১০৮

বিদ'আতের পরিচয়

بِدْعَةٍ শব্দটি আরবী ع . د . ب (বা-দাল-আইন) مادة (মাদ্দাহ) উৎস মূল থেকে উৎকলিত হয়েছে। শব্দটি একবচন। তার বহুবচন بَدَع (বিদাউ)। এর শাব্দিক অর্থ- مَا أُحْدِثَ عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ سَابِقٍ 'যা পূর্ববর্তী কোন নমুনা ব্যতীত তৈরী করা হয়েছে।'^১

أَمْرٌ الَّذِي يُفْعَلُ أَوَّلًا 'এমন একটি কাজ যা প্রথম করা হয়।'^২

পবিত্র কুরআনে এসেছে-

بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ-

'(আল্লাহ) আকাশ ও জমীনের বাদীঈ (প্রথম সৃষ্টিকারী)।'^৩

আরেক আয়াতে আল্লাহ বলেন-

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ-

'আপনি বলুন, আমি নতুন কোন রাসূল নই।'^৪

أَلْبِدْعَةَ كُلِّ شَيْءٍ عَمِلَ عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ سَبَقَ-

'কোন রূপ পূর্ব নমুনার অনুসরণ না করে নতুন করে কোন কাজ সম্পাদন করা।'^৫

مَا أُسْتُخْدِتَ فِي الدِّينِ وَغَيْرِهِ-

'দ্বীনে বা অন্যত্র নতুন করে কিছু সৃষ্টি করার নামই বিদ'আত।'^৬

আর শরীয়াতের পরিভাষায় বিদ'আত বলা হয়-

১. আল মুনজিদ, আলী বিন হাসান, পৃ. ২৯

২. আল মুজামুল ওয়াসীত, ইব্রাহীম মুত্তাফা পং, পৃ. ৪৩

৩. সূরা বাকারাহ-১৭৭

৪. সূরা আহকাফ-০৯

৫. মিরকাতুল মাকাজীহ, মুহা আলী ক্বারী, খঃ-১৯, পৃ. ২১৬

৬. আল মুজামুল ওয়াসীত, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৪৩

إِحْدَاثُ مَا لَمْ يَكُنْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

'রাসূল (সা.) এর যামানায় যা দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত ছিল না, এমন জিনিস নতুন করে দ্বীনে অন্তর্ভুক্ত করা।'^৭

রাসূল (সা.) এ প্রসঙ্গে বলেছেন—

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

'যে ব্যক্তি আমাদের দ্বীনে নতুন কিছু সৃষ্টি করবে যা মূলত তাতে নেই, সেটি পরিত্যাজ্য।'^৮

এ হাদীস থেকে বিদ'আত সম্পর্কে আরো স্পষ্টভাবে যা প্রতিভাত হয় তা হলো—

هِيَ الْعِبَادَةُ الْمُحَدَّثَةُ الَّتِي مَا جَاءَ بِهَا الشَّرْعُ.

'এমন সব নতুন ইবাদত যা শরীয়াত নিয়ে আসেনি।'

মোটকথা, রাসূল (সা.) ও সাহাবাগণের যামানায় যা ইবাদত হিসেবে গণ্য করা হতো না, এমন কোন নতুন কাজকে ইবাদত মনে করে আমল করাই হলো— বিদ'আত।

একটি সংশয়ের অপনোদন : কেউ কেউ বিদ'আত বলতে সকল প্রকারের নতুন আবিষ্কারকে বুঝে থাকেন, তা মোটেও সঠিক নয়। কেননা শাফিক বিদ'আত আর শরঈ বিদ'আত এক জিনিস নয়। যেমন— শাফিক **صلاة** (সালাত) আর শরঈ **صلاة** এক নয়। শাফিক **صلاة** দু'আ, ইস্তেগফার, রহমত, দুরুদ ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু শরঈ **صلاة** বলতে শুধু নামাযকে বুঝানো হয়।

অনুরূপ পৃথিবীতে যত নতুন আবিষ্কার আছে সব কিছুই শাফিক ভাবে বিদ'আত। কিন্তু কোন নতুন কর্মকে ইবাদত হিসেবে আমল করার নাম হলো শরঈ বিদ'আত। আর এ শরঈ বিদ'আতই হলো— আমাদের এ বইয়ের প্রতিপাদ্য। সুতরাং নতুন এমন কোন বিষয় যা সাওয়াবের নিয়তে ইবাদত হিসেবে আমল করা হয় না, তাকে বিদ'আত বলার সুযোগ নেই।

৭. মিরকাত, প্রাণ্ডজ

৮. সহীহ বুখারী, হা-২৬৯৭